চাহিদা
Demand

২

ভূমিকা
Introduction

চাহিদা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ”Demand”। সাধারণত কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার আকাঙ্খাকে চাহিদা বলে। কিন্তু অর্থনীতিতে চাহিদা ধারণাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ইউনিটে চাহিদার সংজ্ঞা, উদাহরণ, চাহিদা অপেক্ষক, চাহিদা সূচী ও রেখা, চাহিদার সংকোচন-প্রসারণ, চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা বিবিএ প্রোগ্রামের প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য দরকার। কারণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে কোন দ্রব্যের চাহিদা তথা বাজার চাহিদা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ দিন

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ২.১ : চাহিদা অপেক্ষক, সূচী ও রেখা
পাঠ ২.২ : চাহিদার নির্ধারকসমূহ
পাঠ ৭.৩ : চাহিদা বিধি

মূখ্য শব্দ	চাহিদা, চাহিদা অপেক্ষক, চাহিদা রেখা, চাহিদা বিধি ইত্যাদি।

পাঠ-২.১ চাহিদা অপেক্ষক, সূচী ও রেখা
Demand Function, Schedule & Curve

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চাহিদার সংজ্ঞা জানতে পারবেন;
- চাহিদা অপেক্ষক, সূচি ও রেখা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- চাহিদার সংকোচন-প্রসারণ ধারণা বুঝতে পারবেন;

চাহিদার সংজ্ঞা
Definition of Demand

সাধারণত চাহিদা বলতে কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্খাকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে এটি চাহিদা নয়। অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার আকাঙ্খার সাথে সাথে ঐ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করার সামর্থ্য এবং অর্থ ব্যয় করে দ্রব্যটি ক্রয়ের ইচ্ছা থাকলেই তাকে চাহিদা বলা যাবে। একটি উদাহরণ এর মাধ্যমে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যায়। ধরাযাক, একজন ভিক্ষুক একটি মোটর গাড়ী ক্রয়ের ইচ্ছা পোষণ করল। ভিক্ষুকের এই ইচ্ছা অর্থনীতিতে চাহিদা বলে বিবেচিত হবে না। কারণ মোটর গাড়ী ক্রয় করার সামর্থ্য তার নেই। আবার ধরা যাক একজন ধনী লোক একটি মোটর গাড়ীক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু, সে কৃপণ অর্থাৎ সে অর্থ খরচ করে মোটর গাড়ী কিনতে চায় না। এক্ষেত্রেও তা চাহিদা হবে না। তাই অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে তিনটি শর্ত অবশ্যই পূরণ হতে হবে। এই তিনটি শর্ত হলো-

ক) কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্খা
খ) ঐ দ্রব্যটি ক্রয় করার সামর্থ্য
গ) অর্থ ব্যয় করে ঐ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করার ইচ্ছা

তাই বলা যায়, উপরোক্ত তিনটি শর্ত একযোগে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পূরণ হলে তাকে চাহিদা বলা হয়।

চাহিদা অপেক্ষক
Demand Function

চাহিদা অপেক্ষক বুঝতে হলে প্রথমে অপেক্ষক কী তা বুঝতে হবে। আর অপেক্ষক বুঝার জন্য চলক সম্পর্কে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা জানি যেসব রাশির মান পরিবর্তনশীল এবং ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন মান গ্রহন করতে পারে সেগুলোকে চলক বলা হয়। ইংরেজি বর্ণমালার শেষের দিকের অক্ষরগুলো চলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- x,y,z ইত্যাদি। চলক আবার দুই ধরণের হয়ে থাকে। যথা- স্বাধীন চলক ও অধীন চলক। স্বাধীন চলক নিজে নিজে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু অধীন চলক অন্য চলক বা চলকসমূহের উপর নির্ভরশীল থাকে। আর স্বাধীন চলকের উপর অধীন চলকের নির্ভরশীলতার সম্পর্কই হলো অপেক্ষক। অপেক্ষককে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়-

$$Y = f(X)$$

এখন চলুন চাহিদা অপেক্ষক কী সেই সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। আমরা জানি যে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ তার দামের উপর নির্ভরশীল। তাই এখানে দাম হলো একটি স্বাধীন চলক আর চাহিদার পরিমাণ হলো অধীন চলক। সুতরাং সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, দামের উপর চাহিদার পরিমাণের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে বলা হয় চাহিদা অপেক্ষক। চাহিদা অপেক্ষককে নিম্নোক্ত ভাবে প্রকাশ করা যায়-

$$Q_d = f(P)$$

যেখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ এবং P = দ্রব্যের দাম

চাহিদা সমীকরণ

Demand Equation

চাহিদা অপেক্ষককে যখন কোনো সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে চাহিদা সমীকরণ বলে। সাধারণত: নিম্নোক্তভাবে চাহিদা সমীকরনকে প্রকাশ করা যায়-

$$Q_d = a - bP$$

যেখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ

P = দ্রব্যের দাম

a = ধ্রুবক

b = সহগ যা চাহিদা রেখার ঢাল

একটি সংখ্যাসূচক চাহিদা সমীকরণ বিবেচনা করা যাক-

Q_d = ১০ -২P

চাহিদা সূচি

Demand Schedule

যে সূচিকে দামের পাশাপাশি চাহিদার পরিমাণকে উপস্থাপন করা হয় তাকে চাহিদা সূচি বলা হয়। চাহিদা সূচির বাম দিকে দ্রব্যের মূল্য এবং ডান দিকে চাহিদার পরিমাণ দেখানো হয়। আমরা চাহিদা সূচি প্রস্তুতের জন্য পূর্বের চাহিদা সমীকরণটিকে বিবেচনা করতে পারি।

Q_d = ১০ -২P

এখানে , P এর বিভিন্ন মানের প্রেক্ষিতে Q_d এর বিভিন্ন মান পাওয়া যাবে। যেমন-

P = ১ হলে, Q_d = ৮ হবে

আবার, P = ২ হলে, Q_d = ৬ হবে

আবার, P = ৩ হলে, Q_d = ৪ হবে

আবার, P = ৪ হলে, Q_d = ২ হবে

সুতরাং ভোক্তার চাহিদা সূচি হবে নিম্নরূপ-

দাম (P) টাকায়	চাহিদার পরিমাণ এককে (Q_d)
১	৮
২	৬
৩	৪
৪	২

চাহিদা রেখা

Demand Curve

এখন প্রাপ্ত চাহিদা সূচির প্রেক্ষিতে নিম্নে চাহিদা রেখা অংকন করা হলো-

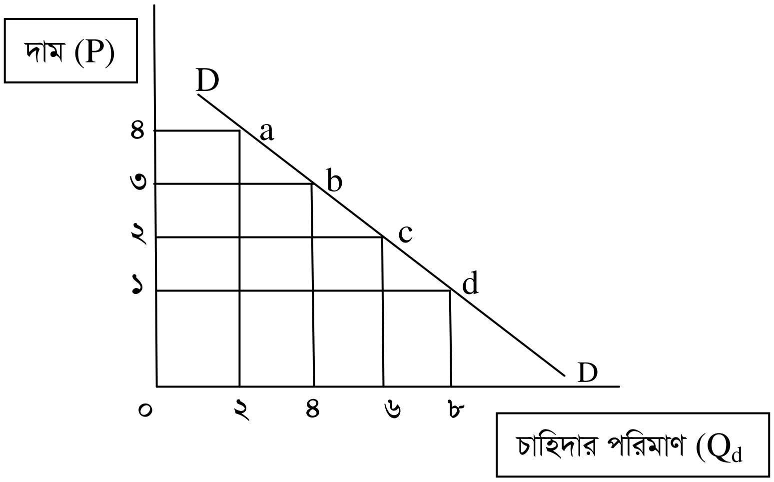

চিত্র ২.১.১: চাহিদা রেখা

উপরের ২.১.১ চিত্রে লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম এবং ভূমি অক্ষে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ নির্দেশ করা হলো। চিত্রে বিভিন্ন দামের সাথে সংশ্লিষ্ট চাহিদার পরিমাণের সাপেক্ষে কতগুলো বিন্দু a, b, c, d পাওয়া যায়। এই বিন্দু গুলো স্কেলের মাধ্যমে যোগ করে অংকিত হলো প্রত্যাশিত চাহিদা রেখা DD। অংকিত DD রেখাটি বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী। এর অর্থ হলো চাহিদা রেখার ঢাল ঋনাত্মক। ঋনাত্মক চাহিদা রেখা প্রকাশ করে দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে।

চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণ

Contraction & Extension in Demand

চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণ ধারণাটি মূলত চাহিদা রেখার বরাবর সঞ্চালন ধারণা। একই চাহিদা রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে ভোক্তার অবস্থানগত কারণে চাহিদার সংকোচন-প্রসারণ হয়ে থাকে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়ে, এটি হলো চাহিদার প্রসারণ। আর অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে, এটি হলো চাহিদার সংকোচন। বিষয়টি নিম্নে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো:

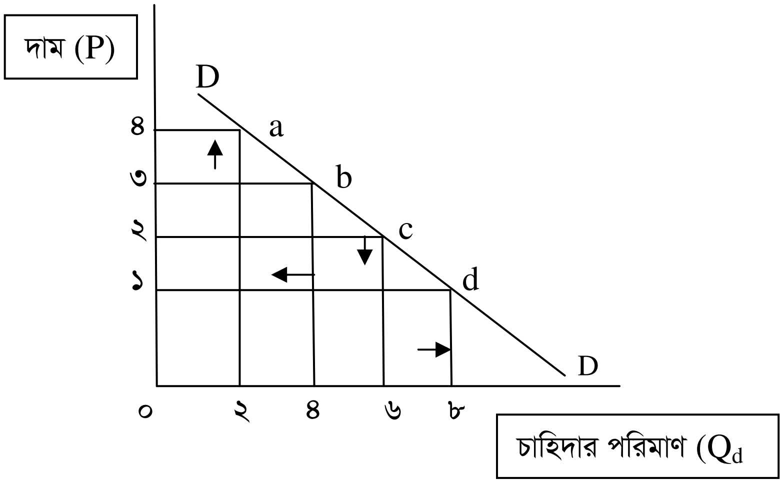

চিত্র ২.১.২: চাহিদার সংকোচন-প্রসারণ

উপরের ২.১.২ চিত্রে লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম এবং ভূমি অক্ষে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ নির্দেশ করা হলো। চিত্রের b থেকে c বিন্দুতে ভোক্তার স্থানান্তর হলো চাহিদার প্রসারণ। কারণ এখানে দাম ৩ টাকা থেকে কমে ২ টাকা হওয়ায় ভোক্তার চাহিদার পরিমাণ ৪ একক থেকে বেড়ে ৬ একক হয়। অর্থাৎ দাম কমার দরুন চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

আবার চিত্রের b থেকে a বিন্দুতে ভোক্তার স্থানান্তর হলো চাহিদার সংকোচন। কারণ এখানে দাম ৩ টাকা থেকে বেড়ে ৪ টাকা হওয়ায় ভোক্তার চাহিদার পরিমাণ ৪ একক থেকে কমে ২ একক হয়। অর্থাৎ দাম বৃদ্ধির দরুন চাহিদা হ্রাস পায়।

সারসংক্ষেপ:

অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার আকাঙ্খার সাথে সাথে ঐ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করার সামর্থ্য এবং অর্থ ব্যয় করে দ্রব্যটি ক্রয়ের ইচ্ছা থাকলেই তাকে চাহিদা বলা যাবে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ তার দামের উপর নির্ভরশীল। একই চাহিদা রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে ভোক্তার অবস্থানগত কারণে চাহিদার সংকোচন-প্রসারণ হয়ে থাকে।

পাঠ-২.২ চাহিদার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Demand

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চাহিদার নির্ধারক সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- চাহিদার বিভিন্ন নির্ধারকসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;

চাহিদার নির্ধারক
Determinant of Demand

যেসকল বিষয় বা উপাদানের উপর কোনো দ্রব্য বা সেবার চাহিদা নির্ভর করে তাদেরকে চাহিদার নির্ধারক বলে। এই বিষয়গুলো কোনো ক্রেতা বা ভোক্তার কোনো দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের উপর সরাসরি বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আর এই বিষয়সমূহ বা নির্ধারকসমূহের ভিত্তিতে চাহিদা অপেক্ষক প্রকাশ করা যায়।

চাহিদার নির্ধারকসমূহকে নিম্নে চাহিদা অপেক্ষকের স্বাধীন চলক আকারে প্রকাশ করা হলো:

$Q_d = f(P_x, Y, T, H, P_c, P_s, N_c)$

যেখানে,

Q_d = X দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ

P_x = X দ্রব্যের দাম

Y = ভোক্তার আয়

T = ভোক্তার রুচি/পছন্দ

P_c = বিকল্প দ্রব্যের দাম

P_s = পরিপূরক দ্রব্যের দাম

N_c = বাজারে ক্রেতার সংখ্যা

সুতরাং বলা যায়, চাহিদার নির্ধারকসমূহের সাথে চাহিদার পরিমাণের মধ্যে যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা অপেক্ষক বলে। আর সুনির্দিষ্টভাবে চাহিদা অপেক্ষকের সংজ্ঞা পূর্বের পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

চাহিদার নির্ধারকসমূহ ব্যাখ্যা
Explanation of Determinants of Demand

নিম্নে চাহিদার নির্ধারকসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো-

১. **দ্রব্যের দাম:** দ্রব্যের নিজস্ব দামের উপর সেই দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে। কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে তার চাহিদা হ্রাস পায় আবার দাম হ্রাস পেলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কাজেই দ্রব্যের দাম ভোক্তার চাহিদার পরিমাণকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে।

২. **আয়:** দ্রব্যের দামের পর ভোক্তার আয় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। বাজারে দামসহ অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে ভোক্তার আয় পরিবর্তন হলে ভোক্তার চাহিদা পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে এবং আয় কমলে চাহিদা কমে।

৩. **সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের দাম:** সম্পর্কযুক্তদ্রব্য দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা- বিকল্প দ্রব্য ও পরিপূরক দ্রব্য। বিকল্প দ্রব্যের উদাহরণ হলো চিনি ও গুড়। এক্ষেত্রে চিনির দাম বাড়লে গুড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। আর পরিপূরক দ্রব্যের উদাহরণ হলো চা ও চিনি। এক্ষেত্রে চিনির দাম বৃদ্ধি পেলে চায়ের চাহিদা কমবে।

৪. **ভোক্তার রুচি-পছন্দ:** অনেক সময় ভোক্তার রুচি পরিবর্তন হলে তার চাহিদা পরিবর্তিত হয়। যেমন, কেউ পূর্বে বিড়ি খেত। এখন যদি তার বিড়ির প্রতি রুচি কমে সিগারেটের প্রতি রুচি বেড়ে যায় তাহলে তার বিড়ির চাহিদা কমে সিগারেটের চাহিদা বাড়বে।

৫. **সময়:** ভোক্তার চাহিদা সময়ের উপরও নির্ভর করে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের ভোগ অভ্যাস পরিবর্তিত হয়। যেমন, শীতকালে যেসমস্ত দ্রব্যের চাহিদা তাকে , গরম কালে সেই সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা থাকে না। যেমন, শীতকালে গরম কাপড়ের চাহিদা বেশী হয় আবার গ্রীস্মকালে আইসক্রিমের চাহিদা বেড়ে যায়।

৬. **ক্রেতার সংখ্যা:** দ্রব্যের বাজারে ক্রেতার সংখ্যা বেড়ে গেলে ঐ দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায়। ক্রেতার সংখ্যা কম থাকলে বিপরীত অবস্থা হবে। অর্থাৎ দ্রব্যের বাজারে ক্রেতার সংখ্যার উপর চাহিদার পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে।

৭. **দাম সম্পর্কে প্রত্যাশা:** ক্রেতার কাছে দ্রব্যের ভবিষ্যৎ মূল্য বৃদ্ধির প্রত্যাশা থাকলে ঐ দ্রব্যের চাহিদা না কমে বরং বেড়ে যেতে পারে। অপরদিকে ভবিষ্যতে দাম কমার প্রত্যাশা থাকলে চাহিদা কমতে পারে।

সুতরাং চাহিদার নির্ধারকসমূহ কোনো ভোক্তার চাহিদাকে প্রভাবিত করে এবং ভোক্তার ক্রয়ের পরিমাণকেও প্রভাবিত করে।

সারসংক্ষেপ:

যেসকল বিষয় বা উপাদানের উপর কোনো দ্রব্য বা সেবার চাহিদা নির্ভর করে তাদেরকে চাহিদার নির্ধারক বলে। চাহিদার নির্ধারকসমূহ কোনো ভোক্তার চাহিদাকে প্রভাবিত করে এবং ভোক্তার ক্রয়ের পরিমাণকে প্রভাবিত করে।

পাঠ-২.৩ চাহিদা বিধি
Law of Demand

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চাহিদা বিধি কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- চাহদা বিধির ব্যতিক্রমসমূহ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;

চাহিদা বিধি
Law of Demand

সাধারণত চাহিদা বিধি হলো দ্রব্যের দামের সাথে চাহিদার বিপরীতমূখী সম্পর্ক। আরও স্পষ্ট করে বললে, অন্যান্য অবস্থা যেমন, আয়, রুচি, অভ্যাস, সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের দাম, ক্রেতার সংখ্যা ইত্যাদি স্থির বা অপরিবর্তনীয় থেকে কোনো দ্রব্য বা সেবার দাম পরিবর্তন হলে তার চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। দাম এবং চাহিদার এই বিপরীতমূখী সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলা হয়।

ধরা যাক একজন ক্রেতা ৫০ টাকা কেজিতে ১০ কেজি চাল ক্রয় করে। এখন যদি চালের দাম বেড়ে ৫৫ টাকা হয় তবে সে ৮ কেজি চাল ক্রয় করে। আবার যদি দাম কেজি প্রতি ৫ টাকা কমে ৪৫ টাকা হয় তবে সে ১২ কেজি ত্রয় করে। এক্ষত্রে দামে পরিবর্তনে চাহিদার বিপরীতমূখী পরিবর্তন হয়েছে। দাম ও চাহিদার পরিমাণের এই বিপরীতমূখী সম্পর্কই হলো চাহিদা বিধি।

চাহিদা বিধির অনুমিত শর্ত
Assumptions of the Law of Demand

অর্থনীতির বিভিন্ন বিধির মতো চাহিদা বিধিও কত গুলো অনুমিতি শর্তের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। যেমন-

১) ক্রেতার আয় অপরিবর্তিত থাকবে।
২) ক্রেতার রুচি অভ্যাস স্থির থাকবে।
৩) সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের মূল্যের পরিবর্তন হবে না।
৪) বাজারে ক্রেতার সংখ্যা স্থির থাকবে।
৫) ক্রেতা বা ভোক্ত যুক্তিশীল থাকবে।
৬) পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার বিরাজমান থাকবে।

চাহিদা বিধিকে সূচি ও রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। একটি সংখ্যাসূচক চাহিদা সমীকরণ বিবেচনা করা যাক-

$$Q_d = ১০ - ২P$$

এখানে , P এর বিভিন্ন মানের প্রেক্ষিতে Q_d এর বিভিন্ন মান পাওয়া যাবে। যেমন-

$P = ১$ হলে, $Q_d = ৮$ হবে
আবার, $P = ২$ হলে, $Q_d = ৬$ হবে
আবার, $P = ৩$ হলে, $Q_d = ৪$ হবে
আবার, $P = ৪$ হলে, $Q_d = ২$ হবে

সুতরাং ভোক্তার চাহিদা সূচি হবে নিম্নরূপ-

দাম (P) টাকায়	চাহিদার পরিমাণ এককে (Q_d)
১	৮
২	৬
৩	৪
৪	২

প্রাপ্ত চাহিদা সূচিতে দেখা যায় দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। এটিই চাহিদা বিধি।
এখন প্রাপ্ত চাহিদা সূচির প্রেক্ষিতে নিম্নে চাহিদা রেখা অংকন করা হলো-

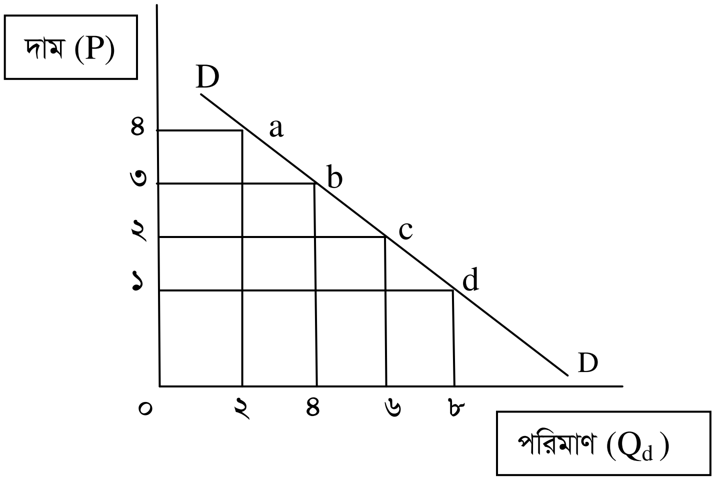

চিত্র ২.৩.১: চাহিদা রেখা

উপরের ২.৩.১ চিত্রে লক্ষ্য করা যায়, চাহিদা রেখাটি ডান দিকে নিম্নগামী। এর অর্থ হলো দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীতমূখী সম্পর্ক বিরাজমান। এই বিপরীতমূখী সম্পর্কের নামই চাহিদা বিধি বা Law of Demand.

চাহিদা বিধির ব্যতিক্রমসমূহ

Exceptions of the Law of Demand

কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ঘটে। চাহিদা বিধির ব্যতিক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

১. ভোগদ্রব্যের দামের তুলনায় ক্রেতার আয়ের পরিবর্তনের হার বেশি হলে চাহিদা বিধি কার্যকর নাও হতে পারে। যেমন: ক্রেতার আয় কমে গেলে কোনো দ্রব্যের দাম কমলেও সে তা কম পরিমাণে ক্রয় করতে পারে।

২. অনেক সময় ক্রেতার অভ্যাস ও রুচির পরিবর্তন হলে দব্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে। যেমন: ফ্রিজ, টেলিভিশন ইত্যাদি দ্রব্যের দাম বাড়লেও চাহিদা তেমন কমে না।

৩. নিত্য প্রয়োজনীয় দব্যের ক্ষেত্রে: বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন লবন, ঔষধ ইত্যাদির মূল্য বাড়লেও চাহিদার পরিমাণ তেমন কমে না। অর্থাৎ চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

৪. ক্রেতার অজ্ঞতা: অনেক সময় ক্রেতা অজ্ঞতার কারণে দ্রব্যের গুনাগুন বিচার করতে পারে না। এক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে সে দ্রব্যটি অনেক বেশি মূল্যবান মনে করতে পারে। তাই দাম বাড়লেও বেশি পরিমাণে ক্রয় করতে পারে।

৫. গিফেন দ্রব্য: অর্থনীতিবিদ স্যার রবার্ট গিফেন এর নামানুসারে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী নিকৃষ্ট দ্রব্যকে গিফেন দ্রব্য বলা হয়। যেমন: মোটা চাল, মোটা কাপড় ইত্যাদি। এসব পণ্যের দাম কমলে ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না এবং দাম বৃদ্ধি পেলে ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় না। অর্থাৎ চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

সারসংক্ষেপ:

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। দাম এবং চাহিদার এই বিপরীতমূখী সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ঘটে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১। চাহিদার সংজ্ঞা দিন। চাহিদা অপেক্ষক এবং চাহিদা সমীকরণের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।

২। একটি কাল্পনিক চাহিদা অপেক্ষক হতে চাহিদা রেখা অংকন করে তার আকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

৩। নিম্নের চাহিদা অপেক্ষকসমূহ হতে চাহিদা রেখা অংকন করুন:

ক) $Q_d = 20-4p$

খ) $Q_d = 15-3p$

গ) $Q_d = 12/p$

৪। উদাহরণসহ চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার পার্থক্য লিখুন।

৫। চাহিদার সংকোচন-প্রসারণ ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

৬। চাহিদার নির্ধারকসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

৭। চাহিদা বিধি কী? ব্যতিক্রমসহ চাহিদা বিধি বিশ্লেষণ করুন।